দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 1-7 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৫

প্রসঙ্গ : কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষা-পদ্ধতি

ড. এ.এইচ.এম. জেহাদুল করিম

অনেকটা আকস্মিকভাবেই ২০১০ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের আওতায় পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে সরকার ও কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে, বর্তমানে ২০০৮ সালে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীগণ নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে তাদেরকে অত্যন্ত তরিৎ গতিতে এবং অনেকটা দ্রুততার সাথে, কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষা-পদ্ধতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করতে চাইছে। বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি ঐতিহ্যিকভাবেই অত্যন্ত সনাতনী, এবং এই পরীক্ষাকে কখনই বিজ্ঞান-সম্মত বলে আখ্যায়িত করা যায় না। সঙ্গত কারণেই, আমাদের এই ঐতিহ্যিক ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতিকে বিজ্ঞান-সম্মত, আধুনিক এবং যুগোপযোগী করবার জন্য এর মূল কাঠামোর মধ্যে একটি প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। ইতমধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকা ছাড়াও, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশই তাদের স্কুল-কারিক্যুলামে, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সারা-বছর অবিশ্রান্তভাবে মুখস্ত করে, তিন ঘন্টার সময়ের মধ্যে; অনেকটা না বুঝেই পরীক্ষার উত্তরপত্রে তা হুবহু উপস্থাপন করার মাধ্যমে আমাদের দেশে একজন ছাত্র বা ছাত্রী পরীক্ষার ক্ষেত্রে তার যোগ্যতা প্রমাণ করে থাকে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার স্পষ্ট কোন ধারণা থাক বা না থাক, যেসব ছাত্র-ছাত্রী সবচাইতে বেশী মুখস্ত করতে পারে এবং সেই সাথে মুখস্ত বিষয়টিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে, সেই শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত ভাল ফল করতে পারে। এই ক্ষেত্রে, একজন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার বিষয়ে, নিজস্ব চিন্তা ও সৃজনশীলতা প্রকাশের কোন সুযোগই পায়না। তাই আমরা যারা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যৎকিঞ্চিত চিন্তা-ভাবনা করে থাকি, তারা দেশে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা যাচাই করার অভিপ্রায়টিকে সানন্দে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু সম্ভবতঃ কিছুটা প্রক্রিয়াগত ভুলের জন্যই এই সিস্টেমটির পুরো বিষয়টি এখন জনসমুখে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে।

এটি সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, কোন একটি বিশেষ প্রোগ্রাম বা পদ্ধতি চালু করবার প্রথম শর্তই হচ্ছে এর বেনিফিসিয়ারী গোষ্ঠি--অর্থাৎ যাদের জন্য এই প্রোগ্রামটি শুরু করা হচ্ছে, সেটি গ্রহীতাদের কাছে কতটা সমাদৃত হচ্ছে তা বিবেচনায় আনা; এবং সেই সাথে গ্রহীতার কাছে, এই প্রোগ্রামের পজিটিভ বা নেগেটিভ প্রভাব কতটুকু সেই সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। আমাদের প্রস্তাবিত কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ তাই হয়েছে; কেননা বর্তমানে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বিগত জীবনের আটটি বছরই একটি বিশেষ ধরনের ঐতিহ্যিক প্রশ্ন কাঠামোর মধ্যে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে। কিন্তু নবম শ্রেণীতে উঠেই যদি হঠাৎ করে তাদেরকে সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবার জন্য বলা হয় তাহলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাদের উপর একটা মানসিক চাপ পড়ে। জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এইসব শিশু-কিশোররা আমাদের মত এতটা অভিজ্ঞ নয়, এবং জীবনের প্রথম এমন ক্রিটিক্যাল পরীক্ষার বিষয়ে স্বাভাবিক কারণেই তাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভীতি বা নার্ভাসনেস কাজ করে থাকে। সুতরাং অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এসএসসি পরীক্ষার মত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষার বিষয়ে এইসব শিশু কিশোরদের উপর এই ধরনের উদ্ভাবিত একস্পেরিমেন্ট চালান নিঃসন্দেহে অমানবিক। এটি না করে বরং আমাদের উচিত পরীক্ষামূলকভাবে কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষা-পদ্ধতিকে একটি পাইলট প্রজেক্টের আওতায় নিয়ে আসা এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এই পদ্ধতিটি চালু করা, যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা একটা সময়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

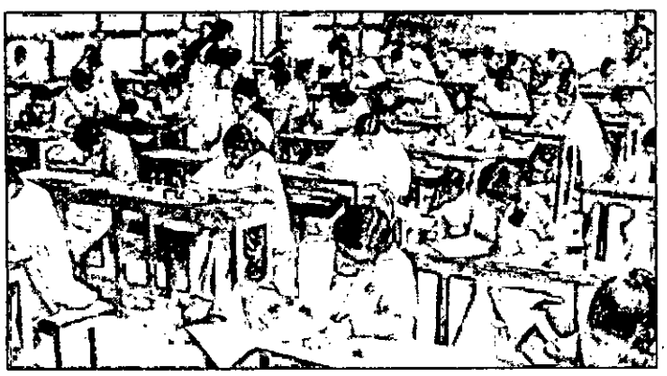

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীরাই মূলতঃ পাঠ্য-পুস্তকের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষা পদ্ধতিকে সামনে রেখে অতি সম্প্রতি নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রণীত পাঠ্য পুস্তকসমূহে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন সম্পর্কে সঠিক কোন উদাহরণ বা অনুশীলনী না থাকায়, শিক্ষার্থীরা আরও হতাশ হয়ে পড়েছে। উপরন্তু, কিছু কিছু বিষয়ে অনুশীলনীতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের যে সামান্য উদাহরণ ব্যবহৃত হয়েছে তা অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরপুর। কয়েকদিন আগে, একটি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের জনৈক রিটায়ার্ড অভিজ্ঞ উপাধ্যক্ষ, ২০০৮ সালে প্রকাশিত মাধ্যমিক গণিত বইয়ের শেষ অংশে বহু নির্বাচনী ও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মধ্যে প্রচুর ভুল-ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন যা আমাদেরকে আরও হতাশ করেছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, উন্নতমানের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেও উন্নত ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার; কেননা কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরা অনেকটাই অপরিচিত। স্বাভাবিক কারণেই, শিক্ষকরাও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন সম্পর্কে সঠিক কোন দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারছে না; এবং বিশেষ করে গ্রামের স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠছে। অবশ্য কিছুদিন আগে পত্রিকান্তরে দেখলাম যে, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন সম্পর্কে স্কুল শিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান করার জন্য কক্সবাজারে একটি সংক্ষিপ্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি ভাল উদ্যোগ; কিন্তু এই ক্ষেত্রে ট্রেনিংপ্রাপ্তদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, পুরো সিস্টেমে এদের এই স্বল্পকালীন সেমিনার এই বিষয়ে কোন প্রভাবই ফেলবে না। দেশের এত বিশাল সংখ্যকশিক্ষকের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে প্রতিনিধিত্বশীল বিবেচনা করে সমগ্র জাতির দায়ভার তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া কোনক্রমেই উচিত হবে না। বরং, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষককেই প্রাথমিকভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে, এবং একটা ট্রেনিং-এর মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত স্কুল শিক্ষকদেরকে এই পরীক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ প্রদান করতে হবে। নতুবা এই পদ্ধতি কখনোই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারবে না, এবং প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীরা এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিমুখ হয়ে পড়বে।

এই পর্যায়ে আমাদের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত ধরন সম্পর্কিত কিছু দিক নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। মূলতঃ আমাদের দেশে বর্তমানে তিনটি ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এর প্রথমটি হলোঃ (ক) অত্যন্ত সীমিত আকারের সম্পূর্ণ ইংরেজি মাধ্যমে অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজের কারিকুল্যামে শিক্ষা গ্রহণ; (খ) দ্বিতীয়টি হলো দেশের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তসহ অগণিত মানুষের জন্য বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা এবং (গ) তৃতীয়টি হলো 'আরবী শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করা' মাদ্রাসা শিক্ষা। পদ্ধতিগত দিক থেকে, ইংরেজির মাধ্যমে 'ও লেভেলে' পড়াশুনা করা অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সাথে পূর্ব থেকেই কিছুটা পরিচিতি রয়েছে; কিন্তু বাংলা মাধ্যমের বিশাল শিক্ষার্থীদের নিকট এটি সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত একটি মাধ্যম। যেহেতু দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই এই মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এই পর্যায়ে হঠাৎ করে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই বিশাল জনগোষ্ঠী।

শিক্ষা কার্যক্রমে এই পর্যায়ে, দেশের মাদ্রাসাগুলোকে আপাততঃ কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষা পদ্ধতির আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে, এটি একটি পজেটিভ বিষয়; কিন্তু, দেশের পুরো শিক্ষা কাঠামোকে বিশ্লেষণ করলে, এর একটা নিগেটিভ দিকও রয়েছে। কেননা বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পূর্ব-জ্ঞানবঞ্চিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিশালসংখ্যক শিক্ষার্থীরাই শুধুমাত্র কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বেশ জটিলতায় পড়বে। অন্যদিকে, প্রচুরসংখ্যক মাদ্রাসায় পঠনরত ছাত্র-ছাত্রীগণ ট্রাডিশনাল পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিয়ে, জিপিএ ফাইভ ও গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে বাংলা মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কাঠামোগত পদ্ধতির শিক্ষার্থীগণকে ডিঙ্গিয়ে সর্বদিক থেকে সুবিধা অর্জন করতে থাকবে। ২০১০ সালের অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বেশকিছু ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে জানতে পেরেছি যে, তাদের অধিকাংশই হঠাৎ করে আবির্ভূত কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষাকে এই মুহূর্তে গ্রহণ করার বিপক্ষে। শুধু তাই নয়, বিশেষ অনিশ্চয়তার মধ্যে এইসব তরুণ শিক্ষার্থীরা ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং হতাশ। এইসব বিষয়কে বিবেচনায় রেখে ২০১০ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন চালু করার পরিবর্তে বর্তমানে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের থেকে এটি শুরু করা যেতে পারে। এতে করে চার বছরের এক প্রক্রিয়াগত অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সাথে পরিচিতি লাভ করবে এবং এতটা সমস্যায় পতিত হবে না।

[লেখকঃ সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও, প্রফেসর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]